Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 565 – 570
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

গরুড়পুরাণে নীতিসারকথনের মাহাত্ম্য

মাধবী ঘোড়ুই
ছাত্রী, সংস্কৃত বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : madhabighorai747@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
মহাপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পৌরাণিক বিশ্বকোষ, নীতিসারকথন, সদাচার, ধনরক্ষা, কুভার্য্যা।

Abstract
অষ্টাদশ মহাপুরণের মধ্যে গরুড়পুরাণ সপ্তদশ। এই পুরাণের বক্তা গরুড় এবং শ্রোতা কাশ্যপ। বক্তা গরুড়ের নামানুসারে পুরাণটি গরুড়পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। এই পুরাণটি দুটি খন্ডে বিভক্ত- পূর্বখন্ড ও উত্তরখন্ড। প্রায় সকল প্রকার বিদ্যা সার এই পুরাণে সংগৃহীত হয়েছে, তাই এই গরুড়পুরাণকে অগ্নিপুরাণের ন্যায় পৌরাণিক বিশ্বকোষ বলা চলে। গরুড়পুরাণের একটি প্রধান অবদান হল নীতিসারকথন। আলোচ্য পুরাণের পূর্বখন্ডে ১০৮ থেকে ১১৫ সংখ্যক অধ্যায় এই নীতিসারকথন সংকলিত হয়েছে। প্রায় আটটি অধ্যায় জুড়ে নীতিসার কথনে বর্ণিত হয়েছে দৈনন্দিন কর্তব্য ও অকর্তব্যের মধ্যে সদাচারধর্মীর উপদেশ, ধনরক্ষার গুরুত্ব, আদর্শ রাজার লক্ষণ, আদর্শ ভৃত্য বা রাজকর্মচারীর লক্ষণ, গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন পদে নিয়োগ, বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে প্রভেদ এবং কুভার্য্যা পরিত্যাগের পরামর্শ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই নীতিতত্ত্বে বিষয় গুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা এবং চাণক্য শ্লোকের সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে।

Discussion
ভারতীয় শাস্ত্রকারগণের মতে বহুবিধ বিদ্যার মধ্যে অন্যতম হল নীতিবিদ্যা। যে শাস্ত্রের দ্বারা সঙ্গত কার্য সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায় তাকেই নীতশাস্ত্র বলা হয়। এর অপর নাম নীতিবিজ্ঞান বা Science of Ethics। 'নী' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করে নীতিশব্দ নিষ্পন্ন হয়। নীতিশব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল নয়ন বা প্রাপণ। অনুচিত পথ থেকে উচিত পথে যে মানুষকে নিয়ে যায় তাকেই বলা হয় নীতি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সদুপদেশ ও সৎ শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনের দুর্বলতা দূর করে তার চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই প্রয়াস সফল হত নীতিশাস্ত্রের প্রচারের মাধ্যম। নীতিশাস্ত্র বা নীতিসাহিত্যে মানুষের বিবেক-জ্ঞানকে জাগ্রত করে, মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধের উন্মষ ঘটিয়ে মানুষ মানুষের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করতে বিশেষ সহায়তা করে।

প্রাচীন ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে দুটি ধারা দেখা যায়, প্রথমত: রাজার অনুসরণীয় নীতি, দ্বিতীয়ত: জনসাধারণের পালনীয় নীতি। প্রথম প্রকারের অন্তর্গত শক্রনীতিসার, কামন্দকীয়-নীতসার নীতিবাক্যামৃত প্রকৃতি গ্রন্থ। আর দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে ঋগ্বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ প্রকৃতিতে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত সদুপেদেশবলী এবং ভর্তিহরির নীতিশতক, চাণক্যনীতিসার ইত্যাদি গ্রন্থ। এই শ্রেণীর মধ্যেই গরুড়পুরাণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গরুড়পুরাণের পূর্ব খণ্ডে ১০৮ থেকে ১১৫টি অধ্যায়ে নীতিসার সংকলিত হয়েছে। এখন গরুড়পুরাণের নীতিসারকথনে যে উপদেশাবলী তা আমরা পর্যালোচনা করব।

গরুড়পুরাণের পূর্বখন্ডে ১০৮টি অধ্যায়ে নীতিসার বা নীতিশাস্ত্রের মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে সূত কর্তৃক প্রথমে কথিত হয়েছে যে, নীতিশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র শ্রবণ করলে রাজগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের কল্যাণ সাধন হয়ে থাকে এবং ইহলোকে আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং পরলোকে স্বর্গাদি লাভ হয়। সুতরাং নীতিসার শ্রবণ করা উচিত। তাই গরুড়পুরাণকার বলেছেন–

> "নীতিসারং প্রবক্ষ্যামি অর্থশাস্ত্রাদিসংশ্রিতম্।
> রাজাদিভ্যো হিতং পুণ্যমায়ুঃ স্বর্গাদিদায়কম্।।"[১]

কথিত আছে যে, বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে এই নীতিসার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র নীতিসার পাঠ পূর্বক সর্বজ্ঞ হয়ে দৈত্যগণকে বিনাশ করেছিলেন এবং দেবলোকে আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন–

> "নীতিসারং সুরেন্দ্রায় ইমদূতে বৃহস্পতিঃ।
> সর্বজ্ঞো যেন চেন্দ্রাঽভূদ্দৈত্যান্ হত্বাপ্নয়াদ্দিবম্।।"[২]

নীতিসারকথনে বলা হয়েছে যে, যিনি নিজের সিদ্ধি কামনা করেন তাঁর পক্ষে সাধুসঙ্গ সর্বদা সর্বতোভাবে কর্তব্য। কখনই অসাধু ব্যক্তিদের সঙ্গলাভ করবেন না। অসাধুদের সঙ্গে বসবাস ইহলোকে বা পরলোকের পক্ষে হিতকর হয় না। আবার ক্ষুদ্রলোকের সঙ্গে কথোপকথনের ও অত্যন্ত দুষ্টু ব্যক্তির মুখদর্শন করা উচিত নয়। আর মূর্খ শিষ্যকে যদি উপদেশ দান করেন, দুষ্টা স্ত্রীর যদি ভরণপোষণ করেন এবং দুষ্ট লোকের অনুকূলে কোন কাজ যদি করা হয়, তাহলে পন্ডিত ব্যক্তির পতন অনীবার্য।[৩]

এখানে দৈনন্দিন কর্তব্য ও অকর্তব্যের মধ্যে সদাচার ধর্মীর উপদেশ যেমন আছে, তেমনি কঠোর বর্ণভেদ সংক্রান্ত উপদেশ আছে। সেখানে বলা আছে যে, ব্রাক্ষণ যদি মূর্খ হয়, ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধপরাগ্মুখ হয় এবং বৈশ্য যদি বেদাক্ষর উচ্চারণ করে, তাহলে দূর থেকে তাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাই পুরাণকার বলেছেন-

> "ব্রাক্ষণং বালিশং ক্ষত্রমযোদ্ধারং বিশং জড়ম্।
> শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জয়েত্।।"[৪]

নীতিসার কথায় আরো বলা হয়েছে যে, পরদারগমন, পরদ্রব্যগ্রহণ, পরগৃহে পরস্ত্রীর পরিহাস, এই সমুদায় কখনো করবেন না। যিনি গুণশালী ও ধার্মিক একমাত্র তাঁর জীবনই স্বার্থক। আবার শত্রু ব্যক্তি ও যদি হিতকারী হয়, তাহলে তাকে বন্ধু বলা যেতে পারে। আর বন্ধু ব্যক্তি যদি অনিষ্টাচারণ করে তাকে শত্রু বলা যায়। যিনি হিতানুষ্ঠান করেন তিনিই বন্ধু, আর যিনি ভরণপোষণ করেন তিনিই পিতা। আর যিনি বিশ্বাসভাজন করেন তিনিই মিত্র।[৫] যে ব্যক্তি বশীভূত তাকেই ভৃত্য বলা যায়। আর যা অঙ্কুরিত হয় তাকেই প্রকৃত বীজ বলে, যিনি প্রিয় বাক্য বলেন তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা। যিনি গৃহকার্য্যে সুদক্ষা, প্রিয়বাদিনী, অল্পে সন্তুষ্টা, মিতভাষিণী পতিব্রতা ও মাঙ্গলিক কার্যে নিযুক্ত তিনি প্রকৃত ভার্য্যা। তাই গরুড়পুরাণে বলা হয়েছে-

> "সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।

সা ভার্য্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্য্যা সা যা পতিব্রতা।।"[৬]

আবার ভার্য্যা অন্যাশ্রিতা, পরগৃহাভিলাষিণী, কলহপ্রিয়া, কুক্রিয়াসক্ত ও নির্লজ্জা তাকেই জরা বলে। আর ভার্য্যা যদি দুষ্টু হয়, মিত্র যদি শঠ হয় এবং ভৃত্য যদি উত্তরদায়ক হয় ও সসর্পগৃহে যদি বাস করা যায়, তাহলে সেই ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত।[৭] সুতরাং দুর্জন সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত, সর্বদা সাধু সমাগমে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

গরুড়পুরাণের পূর্বখন্ডে ১০৯ সংখ্যক অধ্যায় নীতিসার কথনে ধনরক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের সঙ্গে চাণক্য শ্লোকের মিল পাওয়া যায়। সামাজিক পরিস্থিতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জন্ম নিয়েছে এই অধ্যায়টি, তবে মূল্যায়ন সর্বদা সঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সূত লোমহর্ষণকে ধনরাক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, আপৎকালের জন্য ধনরক্ষা করা দরকার, কিন্তু ধন ব্যয় করেও পত্নীকে রক্ষা করতে হবে।[৮]

যখন কোন ব্যক্তি উচ্চপদে আসীন থাকলে তার অনেক সহায় প্রাপ্তি হয়, তখন সকলেই ক্ষমতাবান ব্যক্তির মিত্র হয়। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি পদচ্যুত হয়ে ধনহীন হয়ে যান তখন তাঁর নিজের পরিবার ও তাঁর উপর শত্রুর মতো আচরণ করে। কারণ বিপদের সময় মিত্রের, যুদ্ধের সময় বীরের, নির্জন স্থানে অবস্থানকালে সাধুদের চরিত্র, এবং নির্ধন হলে ভার্য্যার স্বভাব পরিক্ষনীয় হয়,

"আপৎসু মিত্রং জানীয়াত্ রণে শূরং রহঃ শুচিত।
ভার্য্যাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষে চ প্রিয়াতিথিম্।।"[৯]

পাখিরা ফলহীন বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে, সারস শুষ্ক সরোবরকে পরিত্যাগ করে, রমণীগণ ধনহীন স্বামীকে পরিত্যাগ করে এবং মন্ত্রীরা রাজ্যচ্যুত রাজাকে পরিত্যাগ করে। আবার নখ ও শিংযুক্ত প্রাণীকে কখনোই বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ এই সব প্রাণী সাধারণত: হিংস্র প্রকৃতির হয় এবং ক্ষিপ্ত হলে প্রাণহানি ঘটাতে পারে। নদীর পাড়ে বাস গৃহ রাখা উচিত নয়। কারণ নদীর পাড় যেকোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। তাতে বাসগৃহ নদীর গর্ভে ভেসে যেতে পারে ।তাই নদীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর অস্ত্রধারী মানুষের থেকেও দূরে থাকা উচিত, কারণ অসহায় মানুষের বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। তাই অস্ত্রধারী পুরুষ কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর মন্দ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করাও উচিত নয়। সাধারণতঃ দেখা যায় গোপনীয় বিষয় নিজের কাছে গুপ্ত রাখার স্বভাব নারীদের থাকে না। ফলে যে বিষয় গোপন না রাখলে ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল, সে জন্য নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর শাসনকার্যে যে ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে সেই রাজপুরুষদেরও বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাই পুরাণকার বলেছেন-

"নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাম।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।।"[১০]

চাণক্য সূত্রেও বলা হয়েছে স্ত্রীকে বিশ্বাস করা উচিত নয় – "স্ত্রীষু কিঞ্চিদপি ন বিশ্বসেত্"[১১] আর যে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, সে দেশে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া কোন জীবিকাই থাকতে পারে না। ফলে সে দেশ কখনোই বসবাসের যোগ্য নয়, আর যে দেশে বন্ধু নেই, সেই দেশের মানসিক উন্নতি হয় না ।আবার যে দেশে বিদ্যালাভের সুযোগ নেই, সেখানেও আত্মিক উন্নতি অসম্ভব। আর যে দেশে মহৎ ব্যক্তিদের কোন সম্মান দেওয়া হয় না, সেই দেশ ও বসবাসের যোগ্য নয়, সেই দেশ বর্জন করা উচিত।তাই গরুড়পুরাণে বলা হয়েছে-

"যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিত্ তং দেশং পরিবর্জয়েত্।।"[১২]

প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে এই শ্লোকটি চাণক্য শ্লোকের সঙ্গে মিল আছে।

এই পুরাণের পূর্ব খণ্ডের ১১০ তম অধ্যায়ে নীতিসারকথনে উপবিষ্ট হয়েছে -যে ব্যক্তি স্থির উপায় পরিত্যাগ করে লাভের আশায় ধাবমান হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির স্থির ও অনিশ্চিত উপায়ই নষ্ট হয়। কাপুরুষের হাতে অস্ত্র থাকলেও যেমন কোন ও কাজে আসে না, তেমনই প্রাগলভ্যহীন ব্যক্তির বিদ্যা দ্বারা কোন উপকার হয় না। অতিশয় রূপ-লাবণ্যবতী নারী অন্ধ ব্যক্তির কোন রূপ পরিতুষ্টির কারণ হয় না। তাই পুরাণকার বলেছেন-

"প্রাগলভ্যহীনস্য নরস্য বিদ্যা শস্ত্রং যথা কাপুরুষস্য হস্তে।
ন তুষ্টিমুৎপাদয়তে শরীরে অন্ধস্য দ্বারা ইব দর্শনীয়াঃ।।"[১৩]

আবার পৃথিবীতে কখনো এক ব্যক্তিতে সকল জ্ঞানের সমাবেশ হয় না, কারণ সকল ব্যক্তি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে পারে না, কোন স্থলেও সর্বজ্ঞ ব্যক্তি নেই। জগতে কেউ সর্বজ্ঞ নয় এবং কিছুই জানে না এমন মূর্খ ব্যক্তিও নেই। কেউ মহাজ্ঞান সম্পন্ন, কেউ বা মধ্যমজ্ঞান সম্পন্ন আবার কেউ বা অল্পজ্ঞান সম্পন্ন। যে ব্যক্তি কোনও বিষয়ের কিছুই জানে তাকেই সেই বিষয়ে জ্ঞানবান বলা হয়।[১৪]

আলোচ্য পুরাণের ১১১তম অধ্যায়ে নীতিসার কথনে রাজার লক্ষণ আলোচিত হয়েছে। রাজা সর্বদা সম্যকরূপে ভৃত্যের অর্থাৎ রাজকর্মচারীদের লক্ষণ পরীক্ষা করে তাঁদের রাজকার্যে নিযুক্ত করবেন। সত্যধর্মপ্রবায়ণ রাজা সর্বদা রাজ্য পালন করবেন। আর শত্রুসৈন্য জয় করে ধর্মরক্ষা পূর্বক পৃথিবী পালন করবেন। একজন মালাকার যেমন অরণ্যে পুষ্পবৃক্ষ থেকে পুষ্প চয়ন করেন কিন্তু সেই পুষ্প বৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করেন না। তেমনই রাজা প্রজাদের নিকট এরূপ কর গ্রহণ করবেন যাতে প্রজাদের অনিষ্ট না হয়। তাই গরুড়পুরাণকার বলেছেন-

"পুষ্পাত্ পুষ্পং বিচিনুয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েত্।
মালাকার ইবারণ্য ন যথাঙ্গারকারক।"[১৫]

নীতিসরে আরো বলা হয়েছে যে, রাজা সর্বপ্রযত্নে পৃথিবী পালন করলে তাতে রাজ্যপালোকের ভূমি লাভ হয়, আর কীর্তি, আয়ুঃ, যশঃ ও বল বৃদ্ধি পায়। আবার রাজা যদি বিপুল ধান প্রাপ্ত হলেও তাতে মত্ত হবেন না। বরং ধর্মাচরণে মনোনিবেশ করবেন রাজা নীলাসুখভোগে আসক্ত থাকবেন না, কারণ সুখপ্রবৃত্ত রাজাকে শত্রুগণ অনায়াসে পরাজিত করে থাকে।[১৬]

গরুড়পুরাণের পূর্বখণ্ডে ১১২তম অধ্যায়ে নীতিসারে ভৃত্যের লক্ষণ কথিত হয়েছে। এখানে ভৃত্য বলতে রাজকর্মচারীকে বোঝানো হয়েছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ভৃত্য নানা প্রকার হতে পারে। তাদের মধ্যে যে ভৃত্য যে কার্য্যে পারদর্শী, তাকে সেরূপ কার্যে নিযুক্ত করবেন। রাজার কর্তব্য হল ভৃত্যের পরীক্ষা করা। ঘর্ষণ, ছেদন, তাপন ও তাড়ন দ্বারা যেমন সুবর্ণের বা সোনার পরীক্ষা করতে হয়, সেই রকম ব্যবহার, স্বভাব, কুল ও কর্ম দ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা করা দরকার।[১৭] আর যে ব্যক্তি সদ্বংশজাত, সচ্চরিত্র, গুণশীল, সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ, রূপবান ও প্রসন্ন, তাকে রাজা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করবেন। তাই পুরাণকার বলেছেন-

"কুল-শীল-গুণোপেতঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ।
রূপবান্ সুপ্রসন্নশ্চ রাজাধ্যক্ষো বিধীয়তে।।"[১৮]

এই রাজা রত্নপরীক্ষক, সৈন্যাধ্যক্ষ, দ্বারবান, লেখক, দূত, ধর্মাধ্যক্ষ, পাচক, বৈদ্য, রাজপুরোহিত ইত্যাদি নিয়োগ করবেন।

এই পুরাণের ১১৩ তম অধ্যায়ে নীতিসার কথনে বিভিন্ন উপমার প্রকার মাধ্যমে মানুষের গুণাবলী ও সদাচারের প্রশংসা করা হয়েছে। রাজা গুণশীল ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করবেন। আর গুনহীন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করবেন। পন্ডিত ব্যক্তির সর্বপ্রকার গুণ আছে আর মূর্খ ব্যক্তিদের সকলই দেখা যায় দোষ দেখা যায় -

"গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েত্।

পণ্ডিতস্য গুণাঃ সর্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ।।”[১৯]

আর পন্ডিত, বিনীত, ধর্মজ্ঞ ও সত্যবাদী লোকদের সঙ্গে বাস করাই শ্রেয়। গরুড়পুরাণের ১১৪ এবং ১১৫তম অধ্যায়ের নীতিসারে মিত্রামিত্র নির্ণয় এবং কুভার্য্যা পরিত্যাগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় অবশ্য খুব একটা অভিনবত্ব নেই। পূর্বের অধ্যায় গুলিতে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেই সব বিষয়ে চর্চা এখানে করা হয়েছে এবং বক্তার একই মানসিকতা প্রতিফলন ঘটেছে। মেঘের ছায়া, খলের সঙ্গে প্রণয়, নরনারী সঙ্গতি, যৌবন এবং ধন এই পাঁচটি অস্থির বলে গণ্য। কিন্তু ধর্ম, কীর্তি ও যশঃ চিরস্থায়ী- “ধর্মং কীর্ত্তির্যশঃ স্থিরম্।”[২০]

উপসংহারে বলা যায় যে, গরুড়পুরাণের নীতিসারকথনে আলোচিত বিষয়গুলি হল দৈনন্দিন কর্তব্যাকর্তব্য, ধনরক্ষণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তা, আদর্শ রাজার লক্ষণ, আদর্শ কর্মচারীর লক্ষণ, গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন পদে নিয়োগ, বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে প্রভেদ এবং কুভার্য্যা পরিত্যাগের পরামর্শ। অধ্যায় গুলিতে আলোচ্য বিষয় পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, সেগুলি মধ্যে প্রাচীন ও পরবর্তীকালীন তথ্য বা ধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছে। আদর্শ রাজা ও আদর্শ ভৃত্যের লক্ষণ, মিত্রামিত্র নির্ণয়, গুণানুসারে নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীনত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। সেগুলি অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতার আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন কর্তব্যাকর্তব্য, কুভার্য্যা পরিত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে পরবর্তীকালীন ধ্যান-ধারণা মিশ্রিত হয়েছে। তবে যে সব নীতির কথা এখানে বলা হয়েছে তা কিয়দংশ আদর্শ স্থানীয় ও অনেকাংশ বাস্তববাদী। এই নীতিসারে প্রদত্ত উপদেশ গুলি বাস্তববাদী হোক বা আদর্শবাদী হোক, সেগুলি যে ব্রাহ্মণ্যবাদ বা পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত বিষয়ের কোন সন্দেহ নেই। তবে সার্বিক ভাবে গরুড়পুরাণের নীতিতত্ত্ব চিরন্তন মূল্যবোধ ও বাস্তবানুগ চিন্তাধারাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই জীবনে চলার পথে আজও এই পুরাণের নীতিতত্ত্বের উপদেশ মূল্য অপরিসীম ও অবিস্মরণীয়।

Reference :

১. গরুড়পুরাণ, (পূর্বখন্ড ১০৮/১)
২. ঐ (১০৮/১০)
৩. ঐ (১০৮/৪)
৪. ঐ (১০৮/৫)
৫. ঐ (১০৮/১৫)
৬. ঐ (১০৮/১৮)
৭. ঐ (১০৮/২৫)
৮. ঐ (১০৯/১)
৯. ঐ (১০৯/৮)
১০. ঐ (১০৯/১৪)
১১. চাণক্যসূত্র (৪/৯২)
১২. গরুড়পুরাণ, পূর্বখন্ড (১০৯/২০)
১৩. ঐ (১১০/২)
১৪. ঐ (১১০/২৯)
১৫. ঐ (১১১/৩)
১৬. ঐ (১১১/৩১)
১৭. ঐ (১১২/২-৩)

১৮. ঐ (১১২/৪)
১৯. ঐ (১১৩/১)
২০. ঐ (১১৫/২৬)

Bibliography :

কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস; গরুড়পুরাণ, অনুবাদক তথা সম্পাদক; পঞ্চানন তর্করত্ন, কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স; ১৪১৬ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)
চাণক্য; চাণক্যসূত্র: সম্পাদক; শ্রী অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা :সদেশ; ১৪১৬ (প্রথমসংস্করণ)
চাণক্য; চাণক্যসংগ্রহ: সম্পাদিকা, চৈতালি দত্ত; কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন,২০১৪ (তৃতীয় মুদ্রণ)
বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ; সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ;কলিকাতা :পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ২০০৯ তৃতীয় মুদ্রণ
বসু, সুমিতা; অর্থ-ধর্ম-নীতিশাস্ত্র সমীক্ষা: কলিকাতা; সদেশ, ২০০৬
ভর্তৃহরি; নীতিশতক: সম্পাদক; শ্রী অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায়; কলিকাতা :সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৮ তৃতীয় সংস্করণ